প্রথম আলো

তারিখ ... 11 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ২ ... ৩ কলাম ৩ ...

বরিশাল বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষা

১৭৩৮টি পদ শূন্য প্রধান শিক্ষকের

এম জসীম উদ্দিন, বরগুনা ●

বরিশাল বিভাগের ছয় জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের ১ হাজার ৭৩৮টি পদ শূন্য রয়েছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে চলছে এসব প্রতিষ্ঠান। ফলে এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি প্রশাসনিক শৃঙ্খলাও ভেঙে পড়েছে।

বরিশাল বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্র জানায়, বিভাগে ৫ হাজার ৫৭২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে সদ্য জাতীয়করণ হওয়া বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২ হাজার ২৬৭টি। আর পুরোনো বিদ্যালয় রয়েছে ৩ হাজার ৩০৫টি। পুরোনো বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষকের ৭৭৭টি শূন্য পদ রয়েছে। এর মধ্যে বরিশালে ২২০টি, ভোলায় ৯০টি পদ, পটুয়াখালীতে ১৫৪, পিরোজপুরে ১৪৬, বরগুনায় ৭৭ এবং ঝালকাঠিতে ৯০টি পদ শূন্য। সদ্য জাতীয়করণ হওয়া বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের ৯৬১টি পদ শূন্য। এর মধ্যে বরিশালে ২২৬টি পদ,

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

১৭৩৮টি পদ শূন্য

শেষ পৃষ্ঠার পর

পটুয়াখালীতে ২৫৩, পিরোজপুরে ১০৫, ভোলায় ১২৬, বরগুনায় ১৪৮ এবং ঝালকাঠিতে ১০৩টি পদ শূন্য।

সম্প্রতি বরগুনা ও ঝালকাঠির বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়ে জানা যায়, এসব বিদ্যালয়ে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহকারী শিক্ষকেরা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অন্য শিক্ষকেরা তাঁর আদেশ-নির্দেশ তেমন একটা মানতে চান না। দাপ্তরিক কাজে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে উপজেলা সদরে শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়সহ অন্যান্য সরকারি দপ্তরে সময় ব্যয় করতে হয়। ফলে শিক্ষকস্বল্পতা আছে এমন বিদ্যালয়গুলোতে পাঠদান বিঘ্নিত হচ্ছে।

বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার রূহিতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. আসাদুল্লাহ বলেন, 'বিদ্যালয়ে নয়জন শিক্ষকের পদ থাকলেও প্রধান শিক্ষকসহ পাঁচজনের পদ প্রায় এক বছর ধরে শূন্য।'

পার্শ্ববর্তী পদ্মা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোস্তফা কামাল বলেন, 'প্রায় মাসেই ৮-১০ দিন আমাকে বিদ্যালয়ের কাজে শিক্ষা অফিসে যেতে হয়। এখানে সাতজন শিক্ষকের পদ থাকলেও প্রধান শিক্ষকসহ তিনজনের পদ দীর্ঘদিন শূন্য।'

ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার ফুলহার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষকের মধ্যে আছেন তিনজন। এখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে আছেন দিলরুবা সুলতানা। তিনি বলেন, 'বিদ্যালয়ের দীর্ঘদিন প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় আমাদের শিক্ষার্থীদের সামলাতে ভীষণ বেগ পেতে হয়।'

একই উপজেলার চল্লিশ কাউনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাইদুল ইসলাম বলেন, 'তিন বছর ধরে প্রধান শিক্ষক নেই। আমরা যে কত দুর্ভোগের মধ্যে আছি, তা বলে বোঝাতে পারব না।'

যোগাযোগ করা হলে বরিশাল বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক মাহাবুব এলাহী বলেন, 'আমরা বিষয়টি প্রতি মাসেই প্রতিবেদন আকারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠাই। তবে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে এখন কিছু জটিলতা রয়েছে। প্রধান শিক্ষকের পদটি দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদায় উন্নীত হওয়ায় এখন নতুন নিয়োগ দিতে হলে তা পিএসসির মাধ্যমে দিতে হবে। আর জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে যেসব সহকারী শিক্ষক পদোন্নতির যোগ্য হয়েছেন, উচ্চ আদালতে মামলা থাকায় তাঁদেরকেও পদোন্নতি দেওয়া যাচ্ছে না।'